পূবের হাওয়া

নজরুল ইস্‌লাম

সোল এজেণ্ট ঃ—ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
মজিবল হক্ বি, কম,
ভোলা, বরিশাল

প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৩২

দাম পাঁচ সিকা

প্রিণ্টার্স—
ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স, লিমিটেড্,
২৬।১।১এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

একটি কথা

'পূবের হাওয়ায়' পঞ্চাশটি কবিতা যাওয়ার কথা এবার সাইত্রিশটি গেল, পর বারে সব ক'টি দেওয়া যাবে।

প্রকাশক

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

১।	চিত্তনামা (কবির আধুনিক ফটো সমেত)		...	মূল্য ১৲
২।	অগ্নিবীণা (৩য় সংস্করণ) (কবির আধুনিক ফটো সমেত)	...	...	,, ১।০
৩।	দোলন চাঁপা	... ...	...	,, ১।০
৪।	রিক্তের বেদন	... ...	...	,, ১৷৷০
৫।	ব্যাথার দান	... ...	...	,, ১৷৷০

মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বি, এ,

১।	জাতীয়-মঙ্গল (চতুর্থ সংস্করণ)	...	...	মূল্য ৷৷৵০
২।	সমাজ-মঙ্গল	... ...	...	(যন্ত্রস্থ)

শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়, বি, এ,

(আদর্শ জীবনী-শতক গ্রন্থাবলী)

১।	বঙ্গরবি আশুতোষ (সচিত্র)	...	...	মূল্য ।০
২।	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (সচিত্র)	...	...	,, ।০

ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচী পত্র



মরমী

কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদনা হানে
জানি গো, সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতে যে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে,
বুঝেছি তা প্রাণের টানে॥
বাইরে বাঁধি মনকে যত
ততই বাড়ে মর্ম্ম-ক্ষত,
মোর সে ক্ষত ব্যথার মত
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে,
কে ক'য়ে যায় হিয়ার কাণে॥
উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া,
দুই জনারই নয়ন-পাতায় অম্‌নি নামে কাজল-ছায়া!
দুইটী হিয়াই কেমন কেমন
বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন,
হায়, অসহায় মূকের বেদন
বাজ্‌লো শুধু সাঁঝের গানে,
পূবের বায়ুর হুতাশ তানে॥

স্মরণে

আজ নতুন করে' পড়্‌লো মনে মনের মতনে
এই শাঙন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায় বারির পতনে ॥
কার কথা আজ তড়িৎ-শিখায়
জাগিয়ে গেল আগুন লিখায়,
ভোলা যে মোর দায় হ'ল হায়
বুকের রতনে।
এই শাঙন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে ॥
আজ উতল ঝড়ের কাৎরানিতে গুম্‌রে' ওঠে বুক
নিবিড় ব্যথায় মূক হয়ে যায় মুখর আমার মুখ।
জলো হাওয়ার ঝাপটা লেগে
অনেক কথা উঠ্‌লো জেগে
পরাণ আমার বেড়ায় মেগে
একটু যতনে।
এই শাঙন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে ॥

অবসর

লক্ষ্মী আমার ! তোমার পথে আজকে অভিসার,
অনেক দিনের পর পেয়েছি মুক্তি-রবিবার ॥
দিনের পরে দিন গিয়েছে হয়নি আমার ছুটি,
বুকের ভিতর ব্যর্থ কাঁদন পড়্‌তো বৃথাই লুটি'
বসে' ঢুল্‌তো আঁখি দুটি !
আহা আজ পেয়েছি মুক্ত হাওয়া
লাগ্‌লো চোখে তোমার চাওয়া
তাইতো প্রাণে বাঁধ টুটেছে রুদ্ধ কবিতার ॥
তোমার তরে বুকের তলায় অনেক দিনের অনেক কথা জমা,
কানের কাছে মুখটি থুয়ে গোপন সে-সব কইবো প্রিয়তমা !
এবার শুধু কথায় গানে রাত্রি হবে ভোর
শুক্‌তারাতে কাঁপ্‌বে তোমার নয়ন-পাতার লোর
অভি- মানিনীরে মোর !

যখন তোমায় সেধে ডাক্‌বে বাঁশী
মলিন মুখে ফুটবে হাসি,
হিম-মুকুরে উঠবে ভাসি
অরুণ ছবি তার ॥

নিকটে

বাদ্‌লা-কালো স্নিগ্ধা আমার কান্ত এলো রিম্‌ঝিমিয়ে,
বৃষ্টিতে তার বাজ্‌লো নূপুর পায়্‌জোরেরই শিঞ্জিনী যে।
ফুট্‌লো উষার মুখটী অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বু ধরায়;
জম্‌লো আসর-বর্ষা-বাসর, লাও সাকী লাও ভর্‌- পিয়ালায়!
ভিজ্‌লো কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ হিম্‌-শিশিরের আমেজ পেয়ে,
হমদম্‌! হর্‌দম্‌ দাও মদ, মস্ত্‌ করো গজল্‌ গেয়ে!
ফেরদৌসের ঝরকা বেয়ে গুল্‌-বাগিচায় চ'ল্‌চে হাওয়া,
এই ত রে ভাই ওক্ত খুশীর, দ্রাক্ষারসে দিল্‌কে নাওয়া।
কুঞ্জে জরীন্‌ ফারসী ফরাস্‌ বিছিয়েচে আজ ফুল্‌বালারা,
আজ্‌ চাই-ই চাই লাল্‌-শিরাজী স্বচ্ছসরস খোর্মা-পারা!
মুক্তকেশী ঘোর্‌-নয়না আজ হবে গো কান্তা সাকী,
চুম্বন্‌ এবং মিষ্টি হাতের মদ্‌ পেতে তাই ভর্‌সা রাখি!
কান্তা সাথে বাঁচ্‌তে জনম্‌ চাও যদি কও্‌সর্‌-অমিয়,
সুর বেঁধে বীণ্‌ সারেঙ্গীতে খুব্‌সে শিরীন্‌ শরাব পিয়ো!
খুঁজ্‌বে যেদিন সিকান্দারের বাঞ্ছিত আব্‌-হায়াত কুঁয়ায়,
সন্ধান তার মিল্‌বে আশেক্‌ দিল্‌-পিয়ারার ওষ্ঠ চুমায়!
খামখা তুমি ম'র্‌ছ কাজী শুষ্ক তোমার শাস্ত্র ঘেঁটে,
মুক্তি পাবে মদ্‌খোরের এই আল্‌-কিমিয়ার পাত্র চেটে!

মানিনী

মূক্ করে' ঐ মুখর্ মুখে লুকিয়ে রেখোনা,
ওগো কুঁড়ি, ফোটার আগেই শুকিয়ে থেকোনা!
নলিন্ নয়ান্ ফুলের-বয়ান্ মলিন্ এ-দিনে
রাখ্‌তে পারে কোন্ সে কাফের্ আশেক্ বেদীনে?
রু্চির্-চারু পারুল্ বনে কাঁদ্‌চ একা যুঁই,
বনের্ মনের এ বেদনা কোথায় বল থুই?
হাসির-রাশির একটি ফোঁটা অশ্রু অকরুণ,
হাজার তারা মাঝে যেন একটি কেঁদে খুন্!
বেহেশ্‌তে কে আন্‌লে এমন্ আবছা' বেথার রেশ্,
হিমের শিশির ছুঁয়ে গেছে হুরপরীদের দেশ!
বরষ পরের দরশনের কই সে হরষণ,
মিল্‌বেনা কি শিথিল তোমার বাহুর পরশন?
শরম টুটে ফুটুক্ কলি শিশির্-পরশে
ঘোম্‌টা ঠেলে' কুণ্ঠা ফেলে' সলাজ্ হরষে।

আশা

মহান্ তুমি প্রিয়
এই কথাটির গৌরবে মোর চিত্ত ভরে' দিয়ো ॥
অনেক আশায় বসে' আছি যাত্রা-শেষের পর
তোমায় নিয়েই পথের পারে বাঁধ্‌বো আমার ঘর—
হে চির-সুন্দর!
পথ্‌ শেষে সেই তোমায় যেন করতে পারি ক্ষমা,
হে মোর কলঙ্কিনী প্রিয়তমা!
সে দিন যেন বলতে পারি, "এসো এসো প্রিয়,
বক্ষে এসো এসো আমার পূত কমনীয়!"
হায় হারানো লক্ষ্মী আমার! পথ ভুলেছ বলে
চির-সাথী যাবে তোমার মুখ ফিরিয়ে চলে?
জান ওঠে হায় মোচড় খেয়ে চল্‌তে পড়ি টলে—
অনেক জ্বালায় জ্বলে' প্রিয় অনেক ব্যথায় গলে'!
বারে বারে নানান রূপে ছল্‌তে আমায় শেষে,
কলঙ্কিনী! হাতছানি দাও সকল পথে এসে
কুটিল হাসি হেসে?

ব্যথায় আরো ব্যথা হানাই যে সে!
তুমি কি চাও তোমার মতই কলঙ্কী হই আমি ?
তখন তুমি সুদূর হতে আস্‌বে ঘরে নামি—
হে মোর প্রিয়, হে মোর বিপথ-গামী!
পথের আজো অনেক বাকী,
তাই যদি হয় প্রিয়—
পথের শেষে তোমায় পাওয়ার যোগ্য করেই নিয়ো॥

বেদনা মাণিক

একটি শুধু বেদনা মাণিক আমার মনের মণি-কোঠায়।
সেইত আমার বিজন ঘরে দুঃখ-রাতের আঁধার ফুটায়॥
সেই মাণিকের রক্ত আলো
ভুলালো মোর মন ভুলালো গো?
সেই মাণিকের করুণ কিরণ আবার বুকে মুখ লুটায়॥
আজ রিক্ত আমি কান্না হাসির দাবী দাওয়ার বাঁধন ছিড়ে,
ঐ বেদ্‌না মণির শিখার মায়াই রইল একা জীবন ঘিরে
এ কাল্ ফণী অনেক খুঁজি
পেয়েছে ঐ একটি পুঁজি গো!
আমার চোখের জলে ঐ মণি দীপ আগুন-হাসির
ফিনিক্ ফোটায়॥

বেদন-হারা

আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চল্‌তো নিতুই সকাল সাঁঝে,
আর এ পথে চল্‌বেনা সে সেই ব্যথা হায় বক্ষে বাজে ॥
আমার দ্বারের কাছটিতে তার ফুট্‌তো লাজী গালের টোলে,
টল্‌তো চরণ, চাউনি বিবশ, কাঁপ্‌তো নয়ন-পাতার কোণে
কুঁড়ি যেমন প্রথম খোলে গো !
কেউ কখনো কইনি কথা
কেবল নিবিড় নীরবতা
সুর বাজাতো অনাহতা
গোপন মরম-বীণার মাঝে ॥
মূক পথের আজ বুক ফেটে যায় স্মরি তারি পায়ের পরশ
বুক-খসা তার আঁচর-চুমু,
রঙীন ধুলো পাংশু হ'ল, ঘাস শুকোলো, যেচে বাচাল
যোড়-পায়েলার রুমুঝুমু !

আজো আমার কাট্‌বে গো দিন রোজই যেমন কাট্‌তো বেলা,
একলা বসে' শূন্য ঘরে—তেম্‌নি ঘাটে ভাস্‌বে ভেলা,—
অবহেলা হেলা-ফেলায় গো!
শুধু সে আর তেমন করে'
মন রবেনা নেশায় ভরে'
আসার আশায় সে কা'র তরে
সজাগ হয়ে সকল কাজে।
ডুক্‌রে' কাঁদে মন কপোতী—
"কোথায় সাথীর কূজন বাজে?
সে পা'র ভাষা কোথায় রাজে?"

নিরুদ্দেশের যাত্রী

নিরুদ্দেশের পথে যেদিন প্রথম আমার যাত্রা হ'ল শুরু,
নিবিড় সে কোন্ বেদনাতে ভয়-আতুর এ বুক কাঁপ্‌লো দুরু দুরু
মিটলোনা ভাই চেনার দেনা, অম্‌নি মুহুর্মুহু
ঘর-ছাড়া ডাক কর্‌লে শুরু অথির বিদায়-কুহু—
"উহু উহু উহু!"
হাত ছানি দেয় রাতের শাঙন,
অম্‌নি বাঁধে ধর্‌লো ভাঙন,
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন—
আমি খুঁজি কোন্ আগুনে কাঁকন বাজে গো।
বেরিয়ে দেখি, ছুটছে কেঁদে বাদ্‌লী হাওয়া হু হু,
মাথার ওপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন,
দেয়ার গুরু গুরু।

পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, "আর বাঁচিনে !
কোথায় প্রিয় কোথায় নিরুদ্দেশ ?"
কেউ আসেনা, মুখে শুধু ঝাপটা মারে
নিশীথ-মেঘের আকুল চাঁচর কেশ !
'তালবনা'তে ঝঞ্ঝা তাথৈ হাততালি দেয়, বজ্রে বাজে তূরী,
মেখ্‌লা ছিঁড়ি পাগ্‌লী মেয়ে বিজ্‌লী-বালা নাচায় হীরের চুড়ি
ঘুরি' ঘুরি' ঘুরি'
(ওসে) সকল আকাশ জুড়ি' !
থাম্‌লো বাদল-রাতের কাঁদা,
ভোরের তারা কনক-গাঁদা,
ফুট্‌লো, ও মোর টুট্‌লো ধাঁধা—
হঠাৎ কা'র নূপুর শুনি গো ?
থাম্‌লো নূপুর, ভোরের-তারাও বিদায় নিল ঝুরি' !
এখন চলি সাঁজের বধূ সন্ধ্যা তারার চলার পথে গো !
আজ অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু ঝুরু ॥

পথিক শিশু

নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।
কোন্ নামের আজ পরলি কাঁকন ? বাঁধন-হারার কোন্ কারা এ ?
আবার মনের মতন করে'
কোন্ নামে বল্ ডাক্‌বো তোরে ?
পথ-ভোলা তুই এই সে ঘরে
ছিলি ওরে, এলি ওরে বারেবারে নাম হারায়ে॥
ওরে যাদু, ওরে মাণিক, আঁধার ঘরের রতন-মণি !
ক্ষুধিত ঘর ভর্‌লি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননী।
আজ কেন রে নিবিড় মুখে
কান্না-সায়র উথ্‌লে বুকে ?
নতুন নামে ডাক্‌তে তোকে
ওরে ওকে কণ্ঠ রুখে ? পাঁচ-ফাগুনের যুঁই-চারা এ !
আজ মন-পাখী ধায় মধুরতম নাম আশীষের শেষ ছাড়ায়ে॥

স্নেহ-ঋণী

ওরে এ কোন্ স্নেহ-সুরধুনী নাম্‌লো আমার সাহারায় ?
বক্ষে কাঁদার বান ডেকেছে, আজ হিয়া কূল না হারায় !
কণ্ঠে চেপে শুষ্ক তৃষা মরুর সে পথ তপ্ত সিসা
চল্‌তে একা পাইনি দিশা ভাই,
বন্ধ নিশাস, একটু বাতাস ! এক ফোঁটা জল জহর-মিশা !—
মিথ্যা আশা নাই সে নিশা-না'ই !
হঠাৎ ও কা'র ছায়ার মায়ারে ?
ডাক-নামে আজ গাল-ভরা ডাক ডাক্‌লে কে ঐ মা-হারায় !
লক্ষ যুগের বক্ষ-ছাপা তুহিন হয়ে যে ব্যথা আর কথা ছিল ঘুমা,
কে সে ব্যথায় বুলায় পরশ রে ?
ওরে গলায় তুহিন কাহার কিরণ——তপ্ত সোহাগ চুমা ?
ওরে ও ভূত লক্ষী-ছাড়া, হতভাগা বাঁধন-হারা !
কোথায় ছুটিস। একটু দাঁড়া হায় !
ঐ তো তোরে ডাক্‌চে স্নেহ, হাতছানি দেয় ঐ তো গেহ,
কাঁদিস্ কেন পাগল-পারা তায় ?
এত ডুক্‌রে' কিসের তিক্ত কাঁদন তোর ?
অভিমানী ! মুখ ফেরা, দেখ্ যা পেয়েছিস তাও হারায় !
বুঝ্‌বে কে যে স্নেহের ছোঁয়ায় আমার বাণী রা হারায় !!

হোলি

আয় ওলো সই খেলবো খেলা
ফাগের ফাজিল পিচ্‌কিরীতে।
আজ শ্যামে জোর করবো ঘায়েল
হোরির সুরের গিট্‌কিরিতে॥
বসন ভূষণ ফেল্‌লো খুলে,
দে দোল দে দোল দোদুল দুলে,
কর্‌ লালে লাল কালার কালো
আবির হাসির টিটকিরিতে॥

বে-শরম

আরে আরে সখি বার বার ছি ছি
ঠারত চঞ্চল আঁখিয়া সাঁবলিয়া।
দুরু দুরু গুরু গুরু কাঁপতো হিয়া উরু
হাথসে গির্ যায় কুঙ্কুম-থালিয়া॥
আর না হোরি খেলবো গোরি
আবীর ফাগ দে পানি মে ডারি
হা প্যারী—
শ্যাম কি ফাগুয়া
লাল কি লুগুয়া
ছি ছি মোরি শরম ধরম সব হারি
মারে ছাতিয়া মে কুঙ্কুম বে-শরম বানিয়া।

সোহাগ

গুল্‌শন্ কো চুম চুম কহ্‌তে বুল্‌বুল্,
রুখ্‌সারা সে বে-দর্‌দী বোরকা খুল !
হাঁস্তি হেয় বোস্তাঁ,
মস্ত্ হো যা দোস্তাঁ,
শিরা শিরাজী সে যা বেহোশ জাঁ।
সব্ কুছ্ আজ রঙ্গীন্ হেয়্ সব কুছ্ মশ্‌গুল্,
হাঁস্তি হেয় গুল্ হো কর্ দোজখ বিল্‌কুল্
হারে আশেক
মাশুক কি চম্‌নোঁও মে ফুল্‌তা নেই দোবারা ফুল
ফুল ফুল ফুল ॥

শরাবন্ তহুরা

নার্গিস্-বাগমে   বাহার কি আগমে ভরা দিল্ দাগমে—
কাঁহা মেরি পিয়ারা, আও আও পিয়ারা।
ছুরু ছুরু ছাতিয়া ক্যায়সে এ রাতিয়া কাটুঁ দিনু সাখিয়া
ঘাবরায়ে জিয়ারা, তড়পত জিয়ারা ॥
দর্দে দিল্ জোর, রঙ্গীলা কওসর্
শরাবন্ তহুরা লাও্ সাকী লাও্ ভর্,
পিয়ালা তু ভর্দে মস্তানা কর্ দে সব্ দিল ভর্দে
দর্দ্ মে ইয়ারা—সঙ্গ্ দিল্ ইয়ারা ॥
জিগর কা খুন নেহি, ডরো মত্ সাকিয়া,
আঙ্গুরী লোহুয়ো,—ক্যাঁও্ ভিঙ্গা আঁখিয়া ?
পিয়া পিয়া আতা নেহি মত্ কহো সহেলি,
ছোড়ো হাত্—পিয়ালা য়ো ভর্দেতু পহেলি !
মত্ মাচা গওগা, বসন্ত্ মে বাহবা ম্যায়্ সে ক্যা তৌবা ?
আহা গোলনিয়ারা সখি গোলনিয়ারা—
শরাব কা নূর সে রৌশন কর্দে দুনিয়া আঁধিয়ারা
দুনিয়া রা দুনিয়া রা ॥

দুপুর অভিসার

যাস্ কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে ?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ?
সাঁজ ভেবে তুই ভর-দুপুরেই দুকূল নাচায়ে,
পুকুর পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাস্‌নে একা হাবা ছুঁড়ি'
অফুট জবা চাঁপা কুঁড়ি তুই !
ওলো রঙ্ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগ-বধূ ফাগ থাবা থাবা ছুঁড়ি'
পিকবধূ সব টিট্‌কিরি দেয় বুল্‌বুলি চুম্‌কুড়ি
আহা বউল-ব্যাকুল মহুল তরুর সরস ঐ শাখে ॥
দুপুর বেলা পুকুর গিয়ে একুল ওকুল গেল দুকুল তোর,
ঐ চেয়ে ছাখ্ পিয়াল-বনের দিয়াল ডিঙে এলো মুকুল-চোর।
সারঙ্ রাগে বাজায় বাঁশী নাম ধরে তোর ঐ
রোদের হিয়ায় লাগ্‌লো কাঁপন সুর শুনে, ওর সই।

পলাশ অশোক শিমূল ডালে
বুলাস কি তোর হিঙুল গালে লো ?
আ— আ ম'লো যা ! চাইতে হা ছাখ্
শ্যাম চুমু খায় সকল কুসুম লালে।
পাগ্‌লী মেয়ে ! রাগ্‌লি নাকি ? ছি ছি দুপুর-কালে
কেম্‌নে দিবি সরস অধর-পরশ সই তাকে ?

দহন মালা

হায় অভাগী ! আমায় দেবে তোমার মোহন মালা ?
বদল করে' মালা নেবে আমার দহন-জ্বালা ?
কোন্ ঘরে আজ প্রদীপ জ্বেলে
ঘর-ছাড়াকে সাধ্‌তে এলে
গগন-ঘন শান্তি মেলে' হায় ?
দু'হাত ভরে' আন্‌লে ওকি সোহাগ ক্ষীরের থালা ?
আহা দুখের বরণ ডালা ?
পথ-হারা এই লক্ষ্মীছাড়ার পথের ব্যথা পার্‌বে নিতে ?
কর্‌বে বহন বালা ?
লক্ষ্মী মণি ! তোমার দিকে চাইতে আমি নারি
দুচোখ আমার নয়ন জলে পূরে,
বুক ফেটে যায় তবু এ হার পর্‌তে নাহি পারি,
ব্যথাও দিতে নারি, নারী ! তাই যেতে চাই দূরে ।
ডাক্‌তে তোমায় 'প্রিয়তমা,'
দুহাত জুড়ে' চাইছি ক্ষমা—
চাইছি ক্ষমা চাইছি ক্ষমা গো !
নয়ন-বাঁশীর চাওয়ার সুরে বনের হরিণ বাঁধ্‌বে বৃথা
লক্ষ্মী গহন-বালা ।
কল্যাণী ! হায় কেম্‌নে তোমায় দেবো যে বিষ পান করেছি
নীলের নয়ন-গালা !

পথিক বধূ

আজ নলিন-নয়ান মলিন কেন বল সখি বল বল !
পড়্‌লো মনে কোন্‌ পথিকের বিদায়-চাওয়া ছল ছল ?
বল সখি বল বল !!
মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে বুক ভিজালে চোখের জলে,
ঐ সুদূরের পথ বেয়ে কি চেনা-পথিক গেছে চলে'
ফিরে আবার আস্‌বো' বলে' গো ?
স্বর শুনে' কার চম্‌কে' ওঠ (আ—হা),
ওগো ওযে বিহগ-বেহাগ, নির্ঝরিণীর কলকল ॥
ও নয় গো তার পায়ের ভাষা (আ—হা)
শীতের শেষের শুক্‌নো পাতার ঝরে' পড়ার বিদায়-ধ্বনি ও' ;
কোন্‌ কালোরে কোন্‌ ভালোরে
বাস্‌লে ভালো (আ—হা)
পরদেশী কোন্‌ শ্যামল বঁধুর শুন্‌চো বাঁশী সারাক্ষণই গো ?
চুম্‌চো কারে ? ও নয় তোমার পথিক-বঁধুর
চপল হাসি হা—হা,
তরুণ ঝাউএর কচি পাতায় করুণ অরুণ কিরণ
ওযে আ—হা !
দূরের পথিক ফিরে নাক আর (আহা আ—হা)
ও সে সবুজ দেশের অবুঝ পাখী
কখন্‌ এসে যাচ্‌বে বাঁধন, চল সখি ঘরকে চল !
ওকি ? চোখে নাম্‌লো কেন মেঘের ছায়া ঢল ঢল ॥

স্নেহ-পরশ

আমি   এদেশ হ'তে বিদায় যেদিন নেবো প্রিয়তম,
কাঁদ্‌বে এ বুক সঙ্গীহারা কপোতিনী সম—
তখন   মুকুরপাশে এক্‌লা গেহে
আমারি এই সকল দেহে
চুম্‌বো আমি চুম্‌বো নিজেই অসীম স্নেহে গো!
আহা   পরশ তোমার জাগছে যে গো এই সে দেহে মম,
কম   সরস-হরষ সম ॥
তখন তুমি নাইবা—প্রিয়—নাইবা র'লে কাছে,
জান্‌বো আমার এই সে দেহে এই সে দেহে গো
তোমার   বাহুর বুকের শরম-ছোঁওয়ার আকুল কাঁপন আছে—
মদির   অধীর পুলক নাচে!
তখন   নাইবা আমার রইলো মনে
কোন্‌খানে মোর দেহের বনে
জড়িয়েছিলে লতার মতন আলিঙ্গনে গো!
আমি   চুমোয় চুমোয় ডুবাবো এই সকল দেহ মম—
ওগো   শ্রাবণ-প্লাবন সম ॥

বাঁশী বাজিল

কার বাঁশী বাজিল
নদী-পারে আজি লো ?
নীপে নীপে শিহরণ কম্পন রাজিল—
কার বাঁশী বাজিল ॥
বনে বনে দূরে দূরে
ছল করে' সুরে সুরে
এত করে' ঝুরে' ঝুরে'
কে আমায় যাচিল ?
পুলকে এ তনু মন ঘন ঘন নাচিল।
ক্ষণে ক্ষণে আজিলো কার বাঁশী বাজিল ॥
কার হেন বুক ফাটে মুখ ফোটে লো,
না-কওয়া কি কথা যেন সুরে বেজে ওঠে লো !
মম নারী-হিয়া মাঝে
কেন এত ব্যথা বাজে ?
কেন ফিরে এনু লাজে
নাহি দিয়ে যা' ছিল ?
যাচা-প্রাণ নিয়ে আমি কেমনে সে বাঁচিলো ?
কেঁদে কেঁদে আজিলো কার বাঁশী বাজিল ?

গৃহ-হারা

(২৮)

ওরে আমার বুকের বেদনা !
ঝঞ্ঝা-কাতর নিশীথ রাতের কপোত সমরে
আকুল এমন কাঁদন কেঁদোনা !
কখন্ সে কার ভুবন-ভরা ভালোবাসা হেলায় হারালি,
তাইতে রে আজ এড়িয়ে চলে সকল স্নেহে পথে দাঁড়ালি !
ভিজে ওঠে চোখের পাতা তোর
একটি কথায়—অভিমানী মোর !
ডুক্‌রে কাঁদিস্, "বাঁধন-হারা ওগো আমায় বাঁধন বেঁধো না !
গৃহের বাঁধন সইলনা তোর
তাই বলে' কি ঘরের মায়াও ডাক দেবে না তোকে ?
অভিমানী গৃহ-হারা রে !
চল্‌লে একা মরুর পথেও
সাঁজের আকাশ মায়ের মতন ডাক্‌বে নত চোখে,
ডাক্‌বে বধূ সন্ধ্যা-তারা যে।
জানি ওরে এড়িয়ে যারে চলিস তারেই পেতে চলিস পথে,
জোর করে' কেউ বাঁধে না তাই বুক ফুলিয়ে চলিস্ বিজয়-রথে
ওরে কঠিন ! শিরীষ-কোমল তুই ;
মর্ম্মর তোর মর্ম্মে ছাপা বেল, কামিনী, যূঁই।
বুক-ভরা তোর ভালোবাসা মুখে তবু বলিস্ "সেধোনা !"
ওরে আমার চাপা বেদনা ॥

অনাদৃতা

(২৯)

বৃথাই ওগো কেঁদে আমার কাটলো যামিনী,
অবেলাতেই পড়্‌লো ঝরে' কোলের কামিনী—
ও সে শিথিল কামিনী
খেলায় জীবন কাটিয়ে হেলায়
ভোর না হ'তে সন্ধ্যে বেলায়
মলিন হেসে চড়্‌লো ভেলায়
মরণ-গামিনী ;
ওরে আমার অনাদৃতা অভিমানিনী !
আহা একটু আগে তোমার দ্বারে কেন নামিনি ?
ঝরার আগে যে কুসুমে দেখেও দেখি নাই
ওযে বৃথাই হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল ছোট্টবুকের একটু সুরভি,
আজ তারি সেই শুক্‌নো কাঁটা বিঁধচে বুকে ভাই
আহা সেই সুরভি আকাশ কাঁদায় ব্যথায়—যেন সাঁজের পূরবী।

জান্‌লে না সে ব্যথাহতা
পাষাণ-হিয়ার গোপন কথা,
বাজের বুকেও কত ব্যথা—
কত দামিনী !
আমার বুকের তলায় রইল চাপা গো
না-কওয়া সে অনেক দিনের অনেক কাহিনী।
আহা ডাক দিলি তুই যখন, তখন কেন যামিনী ?
ওরে অভিমানিনী !

স্নেহাতুর

(৩০)

এমন করে' অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে স্নেহের কাঙালী ?
কেরে ও তুই কেরে, আহা ব্যথার সুরে রে, এমন চেনা স্বরে রে,—
আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের পরে রে—
কোন্ পাগল স্নেহ-সুরধুনীর আগল ভাঙালি !!
কোন্ জননীর দুলালরে তুই কোন্ অভাগীর হারা-মণি,
চোখ-ভরা তোর কাজল চোখে রে
আহা ছলছল কাঁদন চাওয়ার সজল ছায়া কালো মায়া সারাখনই
উছ্‌লে যেন পিছল ননীরে !
মুখ-ভরা তোর ঝর্ণা-হাসি
শিউলি সম রাশি রাশি
মলিন ঘরের বুকে মুখে লুটায় আসি রে ;
বুক-জোড়া তোর ক্ষুব্ধ স্নেহ দ্বারে দ্বারে কর হেনে'যে যায়—
কেউকি তোরে ডাক দিল না ? ডাকলো যারা তাদের কেন
দলে এলি' পায় ?
কেন আমার ঘরের দ্বারে এসেই আমার পানে চেয়ে
এমন থম্‌কে দাঁড়ালি ?
এমন চম্‌কে' আমায় চমক লাগালি !

এই কিরে তোর চেনা গৃহ, এই কিরে তোর চাওয়া স্নেহ হায় ?
তাই কি আমার দুখের কুটীর হাসির গানের রঙে রাঙালি ?
হে মোর স্নেহের কাঙালী !!
এ সুর যেন বড়ই চেনা এ স্বর যেন আমার বাছার,
কখন্ সেযে ঘুমের ঘোরে হারিয়েছিনু হয়না মনেরে,—
না চিনেই আজ তোকে চিনি আমার সেই বুকের মাণিক
পথ ভুলে তুই পালিয়েছিলি সে কোন্ ক্ষণে সে কোন্ বনে রে।
দুষ্টু ওরে, চপল ওরে, অভিমানী শিশু !
মনে কি তোর পড়ে না তার কিছু ?
সেই অবধি যাদু কত শত জনম ধরে'
দেশ বিদেশে ঘুরে' ঘুরে'রে
আমি মা-হারা সে কতই ছেলের কতই মেয়ের মা হয়ে বাপ
খুঁজছি তোরে দেখা দিলি আজকে ভোরে রে !
উঠ্‌চে বুকে হাহাধ্বনি
আয় বুকে মোর হারামণি
আমি কত জনম দেখিনি যে ঐ মু'খানি রে !

পেটে-ধরা নাইবা হলি, চোখে-ধরার মায়াও নহে এ,
তোকে পেতেই জন্ম এমন করে' বিশ্ব-মায়ের ফাঁদ পেতেছি যে !
আজ ধরা দিয়ে মরা-মায়ের ভরা-স্নেহে হঠাৎ জাগালি।
আহা গৃহ-হারা বাছা আমার রে !
চিন্‌লি কি তুই—হারা-মায়ে চিন্‌লি কি তুই আজ ?
ওরে আমার অঙ্গনে তোর পরাজয়ের বিজয় নিশান তাইকি টাঙালি ?
হে মোর স্নেহের কাঙালী !!

বিরহ-বিধুরা

কার তরে? ছাই এ পোড়ামুখ আয়্‌নাতে আর দেখ্‌বো না;
সুর্মা-রেখার কাজল-হরফ নয়্‌নাতে আর লেখ্‌বো না!
লাল-রঙীলা ক'র্‌বো না কর মেহ্‌দী হেনার ছাপ্‌ ঘ'সে;
গুল্‌ফ চুমি' কাঁদ্‌বে গো কেশ চিরুণ-চুমার আফ্‌সোসে!
কপোল-শয়ান্‌ অলক-শিশুর উদাস ঘুম্‌ আর ভাঙ্‌বে না;
চুম্‌-হারা ঠোঁট পানের পিকের হিঙুল রঙে রাঙ্‌বে না!
কার্‌ তরে ফুল্‌-শয্যা বাসর, সজ্জা নিজেই লজ্জা পায়;
পীতম্‌ আমার দূর প্রবাসে, দেখ্‌বে কে সাজ-সজ্জা হায়!
চাঁচর চুলে ধূম্র ওড়ে, অঙ্গ রাঙায় আগুন-রাগ,
যেম্‌নি ফোটে মন-নিকষে পিয়ার ফাগুন্‌-স্মৃতির দাগ।
সবাই বলে, চিনির চেয়েও শিরীন জীবন,—হায় কপাল!
পীতম-হারা নিম-তেতো প্রাণ কেঁদেই কাটায় সাঁঝ সকাল।
যেথায় থাকো খোশ্‌হালে রও, বন্ধু আমার—শোকের বল!
তুমি তোমার সুখ নিয়ে রও,—থাকুক আমার চোখের জল!

আমি　　চাইলে বিদায় বলিস, "উহু ছাড়বোনাকো মোরা !"
ঐ　　একটু মুখের ছোট্ট মানাই এড়িয়ে যেতে নারি
কত　　দেশ বিদেশের কান্না-হাসির বাঁধন ছেঁড়ার দাগ
যে-বুকে পোরা
তোরা　　বস্‌লি রে সেই বুক জুড়ে' আজ, চির-জয়ীর
রথটি নিলি কাড়ি' !
ওরে　　দরদীরা ! তোদের দরদ
শীতের বুকে আন্‌লে শরৎ,
তোরা　　সহজ ছোঁয়ায় পাথরকে আজ কাতর ক'রে
অশ্রু ভরা ব্যথায় ভরালি ॥

দূরের পথিক

আজ অমন ক'রে গো বারে বারে জল-ছল ছল চোখে চেয়োনা,
শুধু বিদায়ের গান গেয়োনা ॥
ঐ কাতর কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়োনা
শুধু বিদায়ের গান গেয়োনা ॥
হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,
আজো তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদোনা !
ঐ ব্যথা-তুর আঁখি, কাঁদো কাঁদো মুখ
দেখি আর শুধু হু হু করে বুক !
চলার তোমার বাকী পথ টুক—
পথিক ! ওগো সুদূর পথের পথিক !—
হায় অমন ক'রেও অকরুণ গীতে, আঁখির সলিলে ছেয়োনা,
ওগো আঁখির সলিলে ছেয়োনা ॥

দূরের পথিক ! তুমি ভাব, বুঝি তব ব্যথা কেউ বোঝেনা,
তোমার ব্যথার তুমিই দরদী একাকী
পথে ফেরে যারা দিশেহারা, কোন গৃহবাসী তারে খোঁজে না,
ক্ষত হয়ে জাগে আজো সেই ব্যথা-লেখা কি ?
বাউলের গানে ব্যথা হানে বুঝি শুধু ধূ ধূ মাঠে পথিকে,—
এযে মিছে অভিমান্ পরবাসী, দেখে ঘর-বাসীদের ক্ষতিকে !
তবে জান কি তোমার বিদায়-কথায়
কত বুক-ভাঙা গোপন ব্যথায়
আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদিছে কোথায়
পথিক ! ওগো অভিমানী দূর-পথিক !
কেহ ভালো বাসিল না ভেবে যেন আজো মিছে ব্যথা পেয়ে যেয়োনা,
ওগো যাবে যাও তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়োনা !

প্রণয় নিবেদন

লো কিশোরী কুমারি !
পিয়াসী মন তোমার ঠোঁটের একটি গোপন চুমারি ॥
অস্ফুট তোমার অধর ফুলে
কাঁপন যখন নাচন তুলে
একটু চাওয়ায় একটু ছুঁলে গো !
তখন এ-মন যেমন কেমন-কেমন কোন্ তিয়াষে কোঙারি ?—
ঐ শরম-নরম গরম ঠোঁটের অধীর মদির ছোঁয়ারি ॥
বুকের কাঁচল মুখের আঁচল বসন-শাসন টুটে' ঐ
শঙ্কা-কুল কি কি আশা ভালোবাসা ফুটে সই ?
নয়ন-পাতার শয়ন-ঘেঁসা
ফুটচে যে ঐ রঙীন নেশা
ভাসা-ভাসা বেদনমেশা গো !
ঐ বেদন-বুকে যে সুখ চোঁয়ায় ভাগ দিয়ো তার কোঙারি !
আমার কুমার হিয়া মুক্তি মাগে অধর ছোঁয়ায় তোমারি ॥

ফুল-কুঁড়ি

আর পারিনে সাধ্‌তে লো সই এক ফোঁটা এই ছুঁড়িকে।
ফুট্‌বে না যে ফোটাবে কে বল্‌লো সে ফুল্‌-কুঁড়িকে ॥
ঘোমটা-চাপা পারুল-কলি,
বৃথাই তারে সাধ্‌লো অলি
পার্শ দিয়ে হায় শ্বাস ফেলে' যায় হুতাশ বাতাস চলি'।
আ 'ম'লো ছি! ওর হ'ল কি?
সুতোর গুঁতো শ্রান্ত-শিথিল টান্‌তে ও মন্‌-ঘুড়িকে।
আর শুনেছিস সই?
ওলো হিমের চুমু হা'র মেনেছে এইটুকু আইবুড়ীকে!
সন্ধ্যে সকাল ছুঁয়ে কপাল রবির যাওয়া আসাই সার,
ব্যর্থ হ'ল পথিক-কবির গভীর ভালবাসার হার।
জল ঢেলে যায় জংলা বধু,
মৌমাছি দেয় কম্‌লা মধু,
শরম-চাদর খুল্‌বেনা সে আদর শুধু শুধু।
কে জানে বোন্‌ পথ ভোলা কোন্‌
তরুণ-চোখের করুণ-চাওয়ায় চোখঠেরেছে ছুঁড়িকে—
বসে আছে লো
এই লজ্জাবতীর বধির বুকের সিংহ-আসন জুড়ি কে? ॥

পুলক

ওই সরষে'-ফুলে লুটালো কার্ হলুদ্-রাঙা উত্তরী।
ঐ উত্তরী বায় গো আকাশ গাঙে পাল তুলে যায় নীল সে
পরীর দূর তরি॥

তা'র অবুঝ বীণের সবুজ-সুরে
মাঠের নাটে পুলক পুরে,
ঐ গহন-বনের পথটি ঘু'রে বাজিয়ে বাঁশী আস্‌চে দূরে
কচিপাতা দূত ওরি॥

মাঠ ঘাট তা'র উদাস-চাওয়ায় হুতাশ কাঁদে, গগন মগন,
বেনুর বনে কাঁপছে গো তা'র দীঘল শ্বাসের রেশটি সঘন।

তা'র বেতস লতায় লুটায় তনু,
কিশলয়ে ভুরুর ধনু,
পাকা ধানের হীরক-রেণু নীল-নলিনীর নীলিম অণু
মেখেছে মুখ বুক ভরি॥

প্রণয়-ছল

কত ছল ক'রে সে বারে বারে দেখ্‌তে আসে আমায়।
কত বিনা-কাজের কাজের ছলে চরণ দুটি আমার দোরেই থামায়॥
জান্‌লা আড়ে চিকের পাশে
দাঁড়ায় এসে কিসের আশে,
আমায় দেখেই সলাজ ত্রাসে,
গাল দুটিকে ঘামায়॥
অনামিকায় জড়িয়ে আঁচল
দুরু দুরু বুকে
সবাই যখন ঘুমে মগন তখন আমায় চুপে চুপে
দেখতে এসেই মল বাজিয়ে দৌড়ে পলায় রঙ খেলিয়ে
চিবুক গালের কূপে।
দোর দিয়ে মোর জলকে চলে
কাঁকন মারে কলস-গলে,
অম্‌নি চোখোচোখি হ'লে
চমকে ভুঁয়ে নখটি ফোটায় চোখ দুটিকে নামায়॥

সইরা হাসে দেখে ছুঁড়ির দোর দিয়ে মোর নিতুই নিতুই কাজ অকাজে হাঁটা,
করবে কি ও ? রোজ যে হারায় আমার পথেই শিথিল বেণীর দুষ্টু
মাথার কাঁটা !

একে ওকে ডাকার ভাণে
আনমনা মোর মনটি টানে,
চল্‌তে চাদর পরশ হানে
আমারো কি নিতুই পথে তারি বুকের জামায় ॥

পিঠ ফিরিয়ে আমার পানে দাঁড়ায় দূরে উদাসনয়ান যখন এলোকেশে,
জানি, তখন মনে মনে আমার কথাই ভাব্‌তেছে সে, মরেছে সে
আমায় ভালোবেসে।

বই হাতে সে ঘরের কোণে
জানি আমার বাঁশীই শোনে,
ডাকলে রোষে আমার পানে
নয়না হেনেই রক্ত-কমল কুঁড়ির সম চিবুকটি তার নামায় ॥

বরষায়

আদর গরগর
বাদর দরদর
এ তনু ডর ডর
কাঁপিছে থর থর ॥
নয়ন ঢল ঢল
কাজোল-কালো জল
ঝরে লো ঝর ঝর ॥
ব্যাকুল বনরাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে,
সজনী! মন আজি গুমরে মনে মনে।
বিদরে হিয়া মম
বিদেশে প্রিয়তম
এ জনু পাখীসম
বরিষা-জর জর ॥

সুরভি কেয়া-ফুলে
এ হৃদি বেয়াকুলে,
কাঁদিছে দুলে দুলে
বনানী মর মর ॥
নদীর কল কল ঝাউ এর ঝলমল
দামিনী জল জল কামিনী টল মল।
আজিলো বনে বনে
শুধানু জনে জনে,
কাঁদিল বায়ুসনে
তটিনী তরতর ॥
আদুরী দাদুরী লো কহলো কহ দেখি
এমন বাদরি লো ডুবিয়া মরিব কি ?
একাকী এলোকেশে
কাঁদিব ভালোবেসে ?
মরিব লেখা-শেষে
সজনী সর সর ॥

বিদায় বাঁশী

আমার পিয়াল বনের শ্যামল পিয়ার ঐ বাজে গো বিদায়-বাঁশী।
পথ্-ঘুরানো সুর হেনে সে আবার হাসে নিদয় হাসি॥
পথিক ব'লে পথের-গেহ
বিলিয়েছিল একটু স্নেহ,
তাই দেখে তার ঈর্ষ্যাভরা কান্নাতে চোখ গেল ভাসি'॥
তখন মোদের কিশোর বয়েস যে দিন হঠাৎ টুটলো বাঁধন,
সেই হ'তে কা'র বিদায়-বেণুর জগৎ-জোড়া শুন্‌ছি কাঁদন!
সেই কিশোরীর হারা-মায়া
ভুবন ভ'রে নিল কায়া,
দুলে আজো তারি ছায়া আমার সকল পথে আসি॥

শেষের ডাক

মরণ-রথের চাকার ধ্বনি ঐ রে আমার কানে আসে।
পূবের হাওয়া তাই নেমেছে পারুল বনে দীঘল শ্বাসে ॥
ব্যথার কুসুম গুলঞ্চ ফুল
মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,
গোরস্থানের মাটির বাসে তাই আমার আজ প্রাণ উদাসে
অঙ্গ আসে অবশ হ'য়ে নেতিয়ে-পড়া অলস ঘুমে
সাগর-পারের বিদেশিনীর হিম-ছোঁওয়া যায় নয়ন চুমে
হৃদয়-কাঁদা নিদয় কথা
আকাশ-ভেজা বিদায়-ব্যথা
লুটায় গো মোর ভুবন ভরি বাঁধন ছেঁড়ার কাঁদন ত্রাসে ॥

মোর কাফনের কর্পূর বাস ভরপূর আজ দিগ্‌বলয়ে,
বনের শাখা লুটিয়ে কাঁদে হরিণটী তার হারার ভয়ে।
ফিরে-পাওয়া লক্ষ্মী বৃথাই
নয়ন-জলে বক্ষ তিতায়
ওগো এ কোন্ যাদুর মায়ায় আমার দুচোখ শুধু জলে ভাসে॥
আজ আকাশ-সীমায় শব্দ শুনি অচিন্ কাদের আসা যাওয়ার,
তাই মনে হয় এই যেন শেষ আমার সকল দাবী দাওয়ার।
আজ কেহ নাই পথের সাথী,
সাম্‌নে শুধু নিবিড় রাতি
আমায় দূরের মানুষ ডাক দিয়েছে রাখ্‌বে কে আর বাঁধন পাশে

অভিমানিনী

ওরে অভিমানিনী !
এমন করে বিদায় নিবি ভুলেও জানিনি।
পথ ভুলে' তুই আমার ঘরে দুদিন এসেছিলি,
সকল-সহা ! সকল স'য়ে কেবল হেসেছিলি !
হেলায় বিদায় দিনু যারে
ভেবেছিনু ভুল্‌বো তারে হায় !
আহা ভোলা কি তা যায় ?
ওরে হারা-মণি ! এখন কাঁদি দিবস-যামিনী ॥
অভাগী রে ! হাস্‌তে এসে কাঁদিয়ে গেলি,
নিজেও শেষে বিদায় নিলি কেঁদে,
ব্যথা দেওয়ার ছলে নিজেই সইলি ব্যথা,
সেই কথাটাই কাঁটার মত বেঁধে !
যাবার দিনে গোপন ব্যথা বিদায়-বাঁশীর সুরে
কইতে গিয়ে উঠ্‌লো দু-চোখ নয়ন-জলে পুরে'
না-কওয়া তোর সেই সে বাণী,
সেই হাসিগান, সেই মুখানি হায়
আজো খুঁজি সকল ঠাঁই !
তোরে যাবার দিনে কেঁদে কেন ফিরিয়ে আনিনি ?
ওরে অভিমানিনী !!

শেষের প্রীতম্

ফিরনু যে দিন দ্বারে দ্বারে কেউ কি এসেছিল ?
মুখের পানে চেয়ে এমন কেউ কি হেসেছিল ?
অনেক তো সে ছিল বাঁশী,
অনেক হাসি, অনেক ফাঁসি,
কই কেউকি ডেকেছিল ? আমায় কেউ কি যেচেছিল ?
ওগো এমন করে' নয়ন-জলে কেউ কি ভেসেছিল ?
তোমরা যখন সবাই গেলে হেলায় ঠেলে' পায়ে
আমার সকল সুধা-টুকুন পিয়ে,
সেই তো এসে' বুকে করে তুল্‌লো আপন নায়ে
আচম্‌কা কোন্‌ না-চাওয়া পথ দিয়ে।
আমার যত কলঙ্ক সে
হেসে বরণ করলে এসে,
আহা বুক-জুড়ানো এমন ভালো কেউ কি বেসেছিল ?
ওগো জান্‌তো কে যে মনের মানুষ সবার শেষে ছিল !

বিজয়িনী

হে মোর রাণী ! তোমার কাছে হা'র মানি আজ শেষে
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী
ক্লান্তি আনে, দিনে দিনে হ'য়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হা'র-মানা-হার পরাই তোমার কেশে ॥
ওগো দেবি !
আমায় দেখে কখন্ তুমি ফেল্‌লে চোখের জল,
আজ বিশ্ব-জয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টল-মল !
আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে
বিজয়িনী ! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পূরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে ॥